❖ জনসংখ্যাগত তত্ত্ব

১৭৯৮ সালে ম্যালথাসের 'এসে অন পপুলেশন' প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে জনসংখ্যাগত আধুনিক তত্ত্বসমূহের সূচনা ঘটে। ইতিমধ্যে জীবজগত সংক্রান্ত গবেষণাসূত্রে জানা গিয়েছিল যে প্রকৃতি প্রাণীকুলের জন্য যতটা খাদ্য বরাদ্দ করেছে, প্রাণীগণ তার তুলনায় অধিক পরিমাণে সংখ্যায় বেড়ে চলে। অনুরূপভাবে ম্যালথাসের তত্ত্বে বলা হয়েছে যে প্রতি দেশের জনগণের মধ্যে খাদ্যোৎপাদনের বৃদ্ধির চেয়ে অধিক হারে সংখ্যাগত বৃদ্ধির একটা প্রবণতা দেখা যায়। সেক্ষেত্রে একটা স্তর অবধি জনসংখ্যার তুলনামূলক বৃদ্ধি প্রাকৃতিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। ফলত খাদ্যোৎপাদন ও জনসংখ্যার মধ্যে ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। উপরোক্ত দুর্যোগগুলি এড়ানোর জন্য মানুষের নৈতিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অধিক সন্তানের জন্ম দেওয়া থেকে বিরত হওয়া উচিত এবং এই চেতনার উদ্রেকে শিক্ষাবিস্তার একটি ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

ম্যালথাস যে সময়ে তাঁর তত্ত্ব উপস্থাপন করেছিলেন সে সময়ে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার মারফত ব্যাপক হারে কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি করার পন্থা আবিষ্কৃত হয়নি। এছাড়া শিল্পবিপ্লবের ফলশ্রুতি হিসেবে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইউরোপে যেভাবে শিল্পোৎপাদন ও ধনার্জনের বৃদ্ধি ঘটে তাও সে-সময়ে অজানা ছিল। ম্যালথাসের পরবর্তীকালে পশ্চিমের অনেক দেশে দেখা গেছে যে জনসংখ্যার বৃদ্ধির সাথে সাথে জীবনযাপনের মানও উন্নীত হচ্ছে। এছাড়াও পশ্চিমের কিছু দেশে দুটি বিশ্বযুদ্ধের পরে জনসংখ্যা যেভাবে হ্রাস পেয়েছিল তাতে জনস্ফীতির চেয়ে জনসংকোচনই মূল সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তবে এশিয়ার দেশগুলিতে অবশ্য প্রবল জনস্ফীতিই বর্তমানে অন্যতম প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভারতে জনসংখ্যাবৃদ্ধির সামাজিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য্য বিভিন্ন পাশ্চাত্য দেশের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করেছে। যেখানে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন দেশে জনসংখ্যাবৃদ্ধির সাথে সাথে দ্রুতগতিতে শিল্পগত উন্নয়ন ঘটেছে, সেখানে ভারতে জনসংখ্যাবৃদ্ধির সাথে সাথে খুব ঢিমে তালে শিল্পায়ন ঘটেছে। ভারতে শিল্পায়ন ভালো করে শুরু হওয়ার আগেই জনসংখ্যার ব্যাপক বৃদ্ধি এদেশের জনসংখ্যাঘটিত সমস্যার অন্যতম মূল কারণ।

১৯৯১ সালের জনগণনা অনুসারে ভারতে গোটা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ১৬.০ শতাংশ বাস করে যেখানে ১৯৮১ সালের হিসেব অনুযায়ী সারা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ১৫.০ শতাংশ ভারতে বাস করত। জনসংখ্যার বিপুল বহরের দিক থেকে গোটা বিশ্বে ভারতের স্থান দ্বিতীয়, চীনের ঠিক পরেই। মোটামুটি পরিমাপ অনুযায়ী আমাদের দেশের জনসংখ্যা ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে ছিল ১০.০ কোটি, ১৮৭১ সালে ২৫.৪ কোটি, ১৯৩১ সালে ২৭.৮৯ কোটি, ১৯৪১ সালে ৩১.৮৬ কোটি, ১৯৫১ সালে ৩৮.১০ কোটি, ১৯৬১ সালে ৪৩.৯২ কোটি, ১৯৮১ সালে ৬৯.২১ কোটি এবং ১৯৯১ সালে ৮৫.৬১ কোটি। অর্থাৎ যেখানে ১৯৩১ থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে জনসংখ্যাবৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ৫৭.৪৮ শতাংশ, সেখানে ১৯৬১ থেকে ১৯৯১ সালের মধ্যে তা হয়ে দাঁড়ায় ৯৪.৯২ শতাংশ। ২০০১ সালে ভারতের জনসংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে ১০২.৭০ কোটিতে।

ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটিত সমস্যার প্রকৃতি বুঝতে গেলে নিম্নলিখিত বিবরগুলি স্মরণে রাখা প্রয়োজন :

(ক) একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পৃথিবীর জীবিত প্রতি পাঁচজন মানুষের একজন হল ভারতীয়।

(খ) প্রতি বছর ভারতে জনসংখ্যা যে পরিমাণে বৃদ্ধি পায় তা হল অস্ট্রেলিয়ার জনসংখ্যার সমান।

(গ) বর্তমান শতাব্দীতে কোনো এক সময়ে চীনকে পিছনে ফেলে ভারত বিশ্বের সর্বাধিক জনবহুল দেশে পরিণত হবে।

(ঘ) প্রতি বছর যতজন দম্পতি ভারতে বংশবৃদ্ধিযোগ্য বয়সসীমা পেরিয়ে আসে, তার তিনগুণ দম্পতি এই বয়সসীমায় প্রবেশ করে। যারা এই বয়সসীমায় প্রবেশ করে তাদের উর্বরতার হার আবার যারা এই বয়সসীমা পেরিয়ে যাচ্ছে তাদের উর্বরতার হারের তিনগুণ অধিক।

(ঙ) বর্তমান জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার বজায় থাকলে কয়েক বছরের মধ্যে অধিকাংশ ভারতীয়ের পক্ষে জীবনধারণ অসহনীয় হয়ে উঠবে। অধিকাংশের জন্যই চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা দুর্লভ হয়ে পড়বে; শিক্ষা, আবাসন ইত্যাদির ব্যয়ভার অত্যধিক হয়ে দাঁড়াবে; প্রযুক্তিগত ও পেশাগত শিক্ষা একমাত্র সমাজের ধনী শ্রেণির নাগালে থাকবে এবং খাদ্যের অপ্রতুলতার ফলে জাতীয় জনসংখ্যার তিন-পঞ্চমাংশ দারিদ্র্যসীমার নীচে চলে যাবে।

বর্তমান জনসংখ্যাতেই ভারতে বেকারসমস্যা একটি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। ভবিষ্যতে জনসংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেলে পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠবে এবং অপরাধ ও সামাজিক দ্বন্দ্বের আরও বৃদ্ধি ঘটবে। নগরাঞ্চলে বিশেষভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় অনিয়ন্ত্রিত নগরায়ন ঘটবে, বস্তির সংখ্যা ও কলেবর বৃদ্ধি পাবে এবং রাস্তায় যানজট, বিদ্যুৎ ও জলসরবরাহের অবনতি প্রভৃতিতে নগরগুলির পরিকাঠামো ভেঙে পড়বে। একথা স্মরণে রাখা দরকার যে জনস্ফীতির ফলেই কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও ভারতীয় মাথাপিছু আয় সেভাবে বাড়েনি।

বিংশ শতাব্দীতে ভারতে জনসংখ্যা ৯৫ কোটিতে সীমাবদ্ধ রাখার লক্ষ্যমাত্রা পূর্ণ করা সম্ভব হয়নি। ১৯৯৯ সালের ১ অক্টোবর ভারতে জনসংখ্যা ছিল ৯৯.০৪ কোটি (সূত্র— সেন্ট্রাল স্ট্যাটিস্টিকাল অর্গানাইজেশন কর্তৃক প্রকাশিত *'সিলেক্টেড সোসিও-ইকনমিক স্ট্যাটিস্টিক্স : ইন্ডিয়া ১৯৯৯'*-এ প্রদত্ত সারণি-১(খ) যা ভারতের রেজিস্ট্রার-জেনারেলের অফিস প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে নির্মিত)। ২০০০ সালের ১০ মে ভারতের জনসংখ্যা সরকারি ভাবে ১০০ কোটিতে পৌঁছে গিয়েছে।

GE- 8: Population and Society

GE8T: Population and Society

Course outline:

1. Introducing Population Studies

   1.1. Sociology and Demography

   1.2. Concepts and Approaches

2. Population, Social Structure and Processes

   2.1. Age and Sex Structure, Population Size and Growth

   2.2. Fertility, Reproduction and Mortality

3. Population, Gender and Migration

3.1. Population and Gender
3.2. Politics of Migration

Population Dynamics and Development

4.1. Population as Constraints and Resources for Development
4.2. Population Programmes and Policies